খানকায়ে পীর ড. মুশতাক আহমদ

ডেমরা, পাইটি, ওয়াসা রোড, ঢাকা
মোবাইল নং 01715437445

===============

গুনাহের অনিষ্টতাঃ যেভাবে উদ্ধার পেতে পারেন

{- আমাদের খানকা থেকে যিকির মোরাকাবার যে সব মেহনত করা হয় তার অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক মুরীদ নারী কিংবা পুরুষ তিনি যেন ক্রমে ক্রমে গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে পারেন সেই চেষ্টা করা। কাজেই যারা এই অধমকে মুহাব্বত করেন, যারা অধমের সাথে বাইআত মুরীদের সম্পর্ক স্থাপন করে আছেন তাঁরা নিম্মোক্ত লেখাটি খুব ভাল করে পড়বেন, বারবার পড়বেন। লেখাটি গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করে 'গুনাহমুক্ত জীবন' বানানোর সংকল্প ধারণ করবেন – এটা আমার প্রত্যাশা। আমি আপনাদের সকলের কাছ থেকে এটা পেতে চাই। দুআ করি, মহান আল্লাহ আমাকে আপনাকে দুনিয়ার সকল মানুষকে এই গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করার তওফীক দান ফরমান।== আমীন। ড. মুশতাক আহমদ-}

ভূমিকাঃ

বান্দা নিজ জীবনকে মহান আল্লাহ পাকের হুকুম মত পরিচালিত করার নাম পরহেযগারীর জীবন। মহান আল্লাহ যিনি আমাদের একমাত্র মালিক প্রভু, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের লালন করছেন, যার দয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, যার কাছে আমাদের একদিন ফিরে যেতেই হবে, যিনি আমাদের কাছ থেকে জীবনের ভালমন্দ ছোটবড় সবকিছুর পাইপাই হিসাব নিবেন; বিন্দু পরিমানও ছাড় দিবেন না – সেই মহামহিম মালিক ও প্রভুর হুকুম মত জীবনকে সাজানোর মেহনত চালিয়ে যাওয়াকে বলা হয় তাকওয়া ও পরহেযগারী। এই সচেতনতা নিয়ে জীবন যাপন করাকে বলে ঈমান ও আমলের জীবন।

পক্ষান্তরে সৃষ্টিকারী সেই মহামহিম স্বত্তার সৃষ্টিকৃত দুনিয়ায় বসবাস করে এবং তাঁরই দেওয়া সকল দয়া অনুগ্রহ

ভোগ করে তাঁকে না চেনা, তাঁকে না জানা, তাঁকে না বুঝা, তাঁকে হ্রদয়ঙ্গম না করা, তাঁকে মান্য না করা, তাঁকে সম্যকভাবে জানার চেষ্টা থেকে নিজকে কৃত্রিমভাবে উদাসীন বানিয়ে রাখা ইত্যাদি কত বড় অন্যায় কাজ আর কত মহা অকৃতজ্ঞতা ও বেইনসাফী আচরণ একটু ভেবে দেখুন। বস্তুত বান্দা হয়ে সৃষ্টিকর্তাকে এইভাবে ভুলে গিয়ে বসে থাকাকে বলা হয় কুফরী বা মহা নিমকহারামী।

মহান আল্লাহ দুনিয়ার সকল নারী পুরুষকে বিবেক দান করেছেন, চোখ কান দান করেছেন, বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন, ধ্যান ও কল্পনার শক্তি দান করেছেন, আসমানী কিতাব ও পয়গাম্বর দান করেছেন। নিখুত দীন শরীঅত দান করেছেন। এগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য আবার সর্বত্র উলামা মাশায়েখ দান করেছেন। ফলে দুনিয়ায় আজ আমরা দিনরাতের পার্থক্য করতে পারি, ন্যায় অন্যায়ের সীমানা বুঝি, সত্যমিথ্যার ব্যবধান দেখি। কোনটা উচিৎ আর কোনটা অনুচিৎ সবই আমরা বলতে পারি। তিনি এগুলি কেন দিলেন? উত্তর হল, তিনি মানুষকে এগুলি দান করেছেন যেন মানুষ নিজেকে চিনতে পারে। পাশাপাশি নিজের স্রষ্টা মহান আল্লাহকে চিনতে পারে। সে যেন উত্তর পেয়ে যায় যে; আমি কে? আমাকে কে সৃষ্টি করলেন? আমি কত্থেকে আসলাম? আমি কোথায় ছিলাম? আসমান যমিন সহ জীবনের সকল আয়োজন আমার জন্য কে এত সুন্দর প্রস্তুত করে দিলেন? কেন দিলেন? জীবন শেষে আমাকে কোথায় যেতে হবে? কে আমার প্রকৃত মালিক? আমাকে আমার জীবন কিভাবে চালাতে হবে? কার হুকুম মত আমি চলবো? আমার মন/নাফস নাকি আমার আল্লাহ = কার হুকুম মত চলবো? মওতের পর আমার ভালমন্দ কি হবে? কেন হবে ইত্যাদি

জেনে নিয়ে আমল করে যিন্দেগী বানানোর মেহনতকে বলে পবিত্র ও ঈমানের যিন্দেগী।

আল্লাহকে চেনা এবং তাঁকে চিনে যথাযথভাবে মান্য করা, তাঁর উপর ঈমান আনায়ন করা, তাঁর পাঠানো পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা, পয়গাম্বরকে মেনে চলা, নামায কালামের পাবন্দী করা, মওত কবর আখিরাতের উপর ঈমান আনা, কুফর শিরক বিদআত কবীরা গুনাহ সগীরা গুনাহ বদ-আখলাক বেআদবী ও অমাববিকতার কাজকর্ম থেকে নিজকে দূরে রাখা হল মুসলমানের কাজ। ইসলামের দেওয়া এই কাজগুলি সুন্দর ভাবে পালন করে চলার নাম আমলের যিন্দেগী। আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন যে, যেই বান্দা উপরোক্ত আমলের যিন্দেগী অবলম্বন করে চলবে আল্লাহ সেই বান্দার দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবনকে সুন্দর আরামদায়ক ঝামেলামুক্ত ও শান্তিময় বানিয়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দান ফরমান। আমীন।

গুনাহ কাকে বলেঃ

গুনাহ হল মানুষের কিছু অন্যায় অপরাধ যেমন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে চেনা ও হৃদয়ঙ্গম করা থেকে উদাসীন থাকা, তাঁকে যথাযথ মান্য না করা, তাঁর পাঠানো শেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সা.কে না জানা ও না মানা, তাঁর পাঠানো কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে না চলা, মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে কুফরী করা, শেরেক করা, শরীঅত সুন্নাত ফেলে রেখে কোন বিদআত কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, গীবত করা, যেনা করা, কারো বদনামী করা, দোষচর্চা করা, কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, নামায কালামে অলসতা করা, বদনজর কিংবা

বদআখলাকে লিপ্ত হওয়া, কারো উপর জুলুম করা, অবিচার করা, হক নষ্ট করা, কাউকে অধিকার বঞ্চিত রাখা, কথা বা কাজে কাউকে কষ্ট দেওয়া, ধোকা দেওয়া, ওয়াদাখেলাফ করা, নাজায়েয যৌনাচার তথা খারাপ ছবি দেখা, হস্তমৈথুন করা, নারী পুরুষ অবাদ মেলামেশা করা, পর্দা পুশিদার তোয়াক্কা না করা, অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন করা, অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র ভাবে চলা, অহংকার করা, নাশোকরী করা, বেসবর জীবন যাপন করা, কারো সাথে শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষন করা, কাউকে কোন ধরনের কষ্ট দেওয়া, হিংসা করা, মনের ভিতর কোন কুমতলব রাখা, কোন ধরণের লোভ লালসা পোষন করা, বেহায়াভাবে চলা, বেলেল্লাপনার জীবন যাপন করা, কোন গুরুজনের সাথে বেআদবী করা, ছোটদেরকে স্নেহের নজরে না দেখা, দীন শরীঅতের কোন জিনিসকে উপহাস করা কিংবা খাটো করে দেখানো কিংবা শরীঅত ও সুন্নাতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকা কিংবা হেয় জ্ঞান করা, সম্পদের অপচয় করা, অপব্যয় করা, নিজের মওত কবর ও আখিরাতের বিষয়ে নিজেকে সর্বদা ধ্যান ও মোরাকাবা না রাখা, সৃষ্ট জীবের সাথে অমানবিকতা ও পাশবিক আচার আচরণ করা সর্বোপরি শরীঅত ও সুন্নাতের বরখেলাফ কাজকর্ম করা ইত্যাদি হল গুনাহের কাজ; গুনাহের কাজ; গুনাহের কাজ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই সমস্ত কাজ থেকে হেফাযত ফরমান।

প্রিয় পাঠক! আপনি উপরোক্ত প্যারা দয়া করে আবার পড়ুন। প্যারার প্রতিটি বাক্য নিজের সামনে রেখে নিজ জীবনকে যাছাই করে দেখুন। খুব যাছাই করতে থাকুন। তখন আশা করি আপনার চোখেই আপনার জীবনের কি অবস্থান তা দেখতে পাবেন। জীবনকে এভাবে যাছাই করাকে বলা হয় মুহাসাবা। যেই বান্দা নেক নিয়্যতে নিজ জীবনকে মুহাসাবা

করতে থাকে আল্লাহ পাক তাকে অবশ্যই হেদায়েত ও কামিয়াবীর জন্য কবূল করে নেন।

গুনাহ কেমন জিনিস বুঝে নিনঃ

মুমিন বান্দা হল আল্লাহ পাকের পিয়ারা বান্দা। তার জীবন হল পবিত্র জীবন পরিচ্ছন্ন জীবন; যেই জীবনে নেই কোন ময়লা, না কোন কালিমা, না কোন অন্যায়, না কোন দোষ। আল্লাহ পাক মানুষকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে থাকেন। আবার নিষ্পাপতার গুণ নিয়ে যেন সে মওতের পর আল্লাহর সাথে মিলিত হয় এটাই তাঁর ইচ্ছা। যুগে যুগে নবীগণ দুনিয়ায় আসার প্রধান মাকসাদ হল মানুষকে গুনাহমুক্ত জীবনের তালীম দান করা। মানুষ যখন গুনাহমুক্ত অবস্থায় থাকে তখনই সে মানবত্বের প্রকৃত গুণাগুন পেতে শুরু করে। নিম্মে গুনাহের কিছু স্বরূপ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো। দয়া করে ভালভাবে লক্ষ্যকরুন;

০১. যে কোন গুনাহের প্রথম সূচনা বিলকুল কাঁচা মাটির মত, নেহায়েত দুর্বল সূতা বা পাটের একটি আঁশের মত। এ জন্য গুনাহ অতি সহজেই যে কোন মানুষের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু সামান্য এই আঁশের শেষ পরিনাম হল নোঙ্গরের মত যা কিনা সুবিশাল মহাশক্তিমান কোন জাহাজকেও অচল অনড় থামিয়ে রাখে মানে বিশাল জাহাজকেও এক কদম হেলতে দেয় না। এজন্য কোন কাজ যখন আপনার দৃষ্টিতে গুনাহ বলে প্রতীমান হয়ে যাবে তখন আর দেরী করা যাবে না। তখন এটি তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিন, ছুড়ে ফেলে দিন, পরিত্যাগ করুন, ধপাস ফিরে আসুন। নতুবা এই গুনাহ আজ তো সামান্য পাটের আঁশ। দুদিন পর থেকে দেখবেন এটি হয়ে গিয়েছে রীতিমত জাহাজের নোঙ্গর। যা কিনা আপনাকে একবিন্দু হেলতেও সুযোগ দিবে না। সরে আসতে সুযোগ দিবে

না। তখন আপনি গুনাহের হাতে রীতিমত বন্ধী হয়ে যাবেন। আপনার উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

০২. গুনাহ হল কোন গাছের উপর জুড়ে বসা শূন্যলতার মত। গাছের নিজস্ব কোন ডাল পালা নয়; বাইর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা জিনিস। তাও আবার ঠিক মাথার উপরে এসে বসে গিয়েছে। বসেই না শুধু, মূল মালিক তথা গাছটির নিজস্ব ডালপালা সব দখল করে লয়। গাছের উপর নিজ রাজত্ব কায়েম করে নেয়। গুনাহ তদ্রুপ। উড়ে এসে আপনার জীবনের উপর জুড়ে বসে। তারপর আপনার মন মানসিকতা আপনার বাড়ি ঘর সব দখল করে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে আপনাকে আপনার জীবনের উপর কর্তত্ব স্থাপন করা থেকে আউট করে ফেলে। তাই সাবধান! এই শূন্যলতাকে স্থান দিবেন না।

০৩. গুনাহ হলো সেই মন্দকর্ম যা ব্যক্তির জন্য জাগতিক বালা মসিবতকে অটোমেটিক ঢেকে আনে; সাদর আমন্ত্রন জানায়। বান্দার উপর আল্লাহ পাকের বিছিয়ে রাখা নিরাপত্তা চাদর নির্মমভাবে ছিদ্র করে ফেলে। মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ মানুষকে বড় মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। তাই মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও আরামের জন্য চতুর্দিকে দৃশ্য ও অদৃশ্য কোটি কোটি নিরাপত্তা বেষ্টনী দিয়ে বান্দাকে নানা রকম রোগ ব্যাধি, ব্যারাম অসুখ, অস্থিরতা কষ্ট, অমঙ্গল ব্যার্থতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ বানিয়ে রেখেছেন। পরিভাষায় এগুলিকে নিরাপত্তা চাদর বলা হয়। গুনাহ হল সেই জিনিস যা কিনা বান্দার উপর স্থাপিত সেই নিরাপত্তা চাদর ছিড়ে ফেলে বা ছিদ্র করে ফেলে। ফলত স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তার উপর পতিত হতে শুরু করে নানা রকমের অনিরাপত্তা, দুর্যোগ, দুর্গতি ও বিপদ

আপদ। ছাদের টিন ছিদ্র হয়ে গেলে সেটি আর বৃষ্টির পানি রুখতে পারে না।

০৪. গুনাহ হল 'যেমন করবেন তেমন পাইবেন' নীতির জিনিস। আপনি আল্লাহকে মানবেন না তো আপনার অধীনস্থরাও আপনাকে মানবে না। আপনি আল্লাহর নাফরমানী করবেন তো আপনার অধীনস্থরাও আপনার নাফরমানী করবে। মানে আপনি আপনার মালিকের সাথে যেমন আচরন করবেন, আপনার অধীনস্থরাও আপনার সাথে তেমন আচরণ করবে। আমাদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ আর আমরা হলাম তাঁর গোলাম। আবার আমরাও দুনিয়ার জীব জন্তু চীজ আসবাবের মালিক, আল্লাহ পাক ওদেরকে আমাদের গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব মানুষ আল্লাহ পাকের যত নাফরমানী করে দুনিয়ার চীজ ও আসবাবও মানুষের তত নাফরমানী করবে। মানুষ আল্লাহ পাকের যত ফরমা বুরদারী করবে দুনিয়ার চীজ ও আসবাবও মানুষের তত ফরমা বুরদারী করবে। এটা কুদরতের অমোঘ বিধান। যেমন করবেন তেমন পাবেন।

০৫. গুনাহ হল 'কঠিন প্রতিক্রিয়াশীল জারম তথা রোগ জীবানু'। যা নির্ধারিত সীমানা পার হওয়ার সাথে সাথে অটো ফাংশানে চলে যায়। তখন সেটিকে আর আটকিয়ে রাখা যায় না। যেমন মুখের খাদ্য লোকমা। মুখে দেওয়ার পর যখন গলার ভিতর একটি নির্ধারিত সীমানা পার হয়ে গেল তখন আর ফিরিয়ে আনা যায় না। খাদ্য তখন অটো ফাংশানে চলে যায়। খাদ্যের উপর ব্যক্তির কোন এখতিয়ার আর থাকে না। তখন অটোফাংশন প্রতিক্রিয়া, সুস্থতা অসুস্থতা, রোগ ব্যাধি, সুখ অসুখ ইত্যাদি অতিদূর পর্যন্ত গড়াতে থাকে। নিজ শরীরের উপর, পরিবার সন্তান ও অধীনস্ত লোকদের উপর,

হায়াতের উপর। তাই কোন গুনাহ করার আগে খুব চিন্তা করতে হয়। গুনাহটি করা হয়ে গেলে কিন্তু এটি অটোফাংশানে চলে যাবে। তখন হজার কান্নাকাটি করেও সেটি আর ফিরানো কঠিন।

০৬. গুনাহ হল 'জলন্ত অঙ্গার' যা আপনি হাতের তালুতে রেখে আছেনঃ না না না; কোন জলন্ত অঙ্গার হাতের তালূতে রাখা যায় না। হাত থেকে দ্রুত ফেলে দিতে হয়। যতক্ষণ না আপনি ফেলে দিবেন ততক্ষণ এটি আপনাকে পোড়াতে থাকবে। আপনার ক্ষতি করতে থাকবে। অঙ্গার আপনার হাত পুড়বে, তারপর ক্রমে আপনার সংসার বাড়ীঘর সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দিবে। তাই সুচনাতেই এটি থামিয়ে দিন। নতুবা কুল কিনারা থাকবে না। দিশেহারা হয়ে পড়তে হবে।

০৭. গুনাহ হল 'ধারালো ব্লেড বা ছুরি' যা লাগা মাত্রই পকেট কেটে দেয়ঃ ফলে আপনার পকেটে অবস্থিত সকল সম্পদ ঝরে পড়ে যায় কিংবা দুষ্কিতিকারীর হাতে চলে যায়। মনে রাখবেন, সব মানুষই জীবনে কিছু না কিছু নেক আমল করে। কিন্তু সেই নেক আমলের সম্পদ সে নিজ পকেটে সংরক্ষণ করে না বা করতে পারে না। গীবত শেকায়েত অনিষ্টকামনা হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাকার সকল গুনাহ হল সেই ধারালো ব্লেড যা কিনা নেক আমলের পকেট কেটে দেয়। ফলে অর্জিত নেক আমল ঝরে যায় বা চোরের হাতে চলে যায়। বালতী ছিদ্রযুক্ত কিংবা ভাঙ্গা থাকলে হয়ত পানি তাতে ভরবে না। আর ভরলেও বিদ্যমান থাকবে না। যারা পরহেযগার বান্দা তারা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে খুব হেফাযত করেন। মানে তারা নিজেদের অর্জিত আমলের খুব হেফাযত করেন। ফলে তাদের জীবনে নেক আমলের নূর

চমকাতে থাকে। তারা নূরানী জীবনের স্বাধ আস্বাধন করে থাকেন। আমলের বিশাল পুজি নিয়ে তারা কবরে যাওয়ার তওফীক পেয়ে যান। আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দান ফরমান।

০৮. গুনাহ হল 'কঠিন বিষ' যা কিনা যে জানে সে কখনো খায় নাঃ স্বেচ্চায় তো নয়ই। দান করলেও খায় না, বাধ্য করলেও খায় না। নিশ্চিত জানা থাকলে যেমন খায় না তদ্রুপ বিষ আছে বলে আশংকা বা সম্ভাবনা থাকলেও খায় না। বিষের গায়ে যত সুন্দর মলাট লাগানো থাকুক না কেন যখন জানে যে এটা বিষ তখন দুনিয়ার কেউ তা খায় না; খেতে রাজি হয় না। বন্ধুগণ! গুনাহ হল সেই কঠিন বিষ; যার গায়ে আকর্ষনীয় মলাট লাগানো আছে, যা চোখের নজরে মানুষকে নিজের দিকে টানে। আমাদের কতটা সাবধান থাকতে হবে দেখুন; যেমন বিস্কুটের বড় প্যাকেট আপনার টেবিলে আছে। অনেক বিস্কুট তাতে রাখা আছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিস্কুট এমন আছে যা অনির্ধারিত তবে সেটিতে মারাত্মক বিষ বা ফয়োজন বিদ্যমান। এমত অবস্থায় আমরা কি করি? গোটা প্যাকেট ফেলে দেই। কোন মায়া করি না। একটি বিস্কুটও নিজে খাই না, আর সন্তান সন্তুতি কাউকে খেতেও দেই না। গুনাহ হল সেই অজানা বিস্কুট যার কারণে গোটা প্যাকেট ফেলে দিতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, সাবধান! গুনাহের কাছেও যেও না। গেলে গুনাহ তোমাকে হালাক করে দিবে।

০৯. গুনাহ হল 'বিষধর কালসাপঃ সাপটি বড় কিংবা ছোট, শিশু কিংবা বৃদ্ধ কোন পার্থক্য নেই। ছোবল মারবে তো মানুষের জীবন খতম। এ জন্য গুনাহের ক্ষেত্রে ছগীরা কি কবীরা তা পার্থক্য করা ঠিক নয়। প্রতিটি গুনাহ তা ছগীরা হোক কিংবা কবীরা সেটি নিজস্ব ভাবে এতটুকু ক্ষমতা রাখে

যে এই একটি গুনাহের কারনে মানুষ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। তাই বন্ধুগণ! খুব সাবধান থাকতে হয়। সাপকে সবাই ভয় পায়। এমনকি মিছামিছি মানে প্লাস্টিক দ্বারা বানানো সাপ দেখলেও যিন্দা মানুষের কাছে ভয় লাগে। তদ্রুপ গুনাহের কৃত্রিম কোন আকৃতি দেখলে ভয় পাওয়া এটাও ঈমানের লক্ষণ। কালসাপ কখনো গৃহে ঢুকে পড়লে আমরা কি করি? আমাদের অবস্থা দাঁড়ায়; গৃহ থেকে সেই কালসাপ যতক্ষন না বের করা হবে ততক্ষণ কারো ঘুম নেই। জোয়ান বৃদ্ধ নরনারী কারো ঘুম ধরবে না। গুনাহকে তদ্রুপ মনে করতে হয়। আপসুস! গুনাহের সাথে আমরা কালসাপের মত সেই আচরণ করি না। সে কারনেই আজ আমাদের জীবনে বড় করুনদশা। যদি কালসাপের মত ভয় পেতাম, প্লাস্টিক সাপ দেখেও আঁতকে উঠতাম, ঘরে ঢুকার পর তাওবার আগে কারো ঘুম না আসতো তাহলে আমাদের জীবন বড় সুন্দর হয়ে যেত।

১০. গুনাহ হল 'ক্যানসারের কঠিন জারম' বা জীবানুঃ জীবানু আকারে খুব ক্ষুদ্র হয়ে থাকে, চোখে দেখাও যায় না। কিন্তু মহাশক্তিমান। বিশাল দেহের বলিষ্ঠ মানুষকেও মওতের বিছানায় শুইয়ে ফেলে। ক্যানসার জীবানু হল সেই জিনিস মৃত্যু ছাড়া যার কোন সমাধান নেই। মনে রাখবেন, মওতের দ্বারা ক্যানসার জীবানুরও মওত ঘটে কিন্তু গুনাহ নামক ক্যানসারের জীবানু মওতের দ্বারাও মারা যায় না। বরং আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই জীবানু ধ্বংস করার একমাত্র পথ তা হল তওবা করা। তওবা করলে এবং তওবার উপর অবিচল থাকলে সেটি মারা যাবে। আপনি জীবানুর প্রতিক্রিয়া থেকে উদ্ধার পাবেন। আর তওবা না করলে সেটি কখনো মরবে না, আপনিও কখনো উদ্ধার পাবেন না। তাই দোস্ত আহবাব! আমরা কথাগুলি বুঝতে চেষ্টা করি। নিজেকে তওবার জন্য

প্রস্তুত করুন। তওবা করে নিন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তওফীক দান ফরমান। আমীন।

====

প্রতিটি গুনাহের উপর সাক্ষী অন্তত ৪ টিঃ

মানুষ যে সব গুনাহ করে প্রত্যেক গুনাহের উপর অন্তত চারজন সাক্ষী আল্লাহ পাক কায়েম করে রাখেন। সাক্ষীগুলি হল; যথা; এক. আমলনামা, দুই. ফেরেশতা, তিন. অঙ্গ প্রতঙ্গ, চার. স্থান তথা মাটি। তম্মধ্যে দুইটি চোখে দেখা যায় না; যেমন আমলনামা ও ফেরেশতা। এগুলি দেখা যায় না। আর দুইটি চোখে দেখা যায়। যেমন অঙ্গ ও মাটি। যে দুটি দেখা যায় সেগুলোকেও আল্লাহ পাক বোবা বানিয়ে রেখেছেন। দেখা গেলেও কথা বলে না। মানে এই দুই সাক্ষীকে চোখে দেখা যায়। তবে তাদের কাছ থেকে কোন কথা নেওয়ার সুযোগ নেই।

সাক্ষীদের দুটিকে অদৃশ্য করে রাখা আছে। কারণ যদি দৃশ্যমান রাখা হতো তাহলে লেকেরা আবেগের বশীভূত হয়ে গুনাহ করতো। তারপর স্তম্বিত ফিরে আসার পর সাক্ষীদের উপর জবরদস্তি চালাতো। (শক্তিপ্রয়েগের মাধ্যমে কিংবা রোনাজারী বা হাত পা ধরাধরির মাধ্যমে। অতএব যেন কোন জবরদস্তি চালাতে না পারে সেই জন্য আল্লাহ তাদেরকে এমন অদৃশ্য করে রেখেছেন যে, বান্দা সেই সাক্ষীদের খুজেই পাবে না। আবার দুটিকে হাজির তথা দৃশ্যমান রেখেছেন যেন সাক্ষীর অস্তিত্ব বুঝা যায়। তবে এদেরকেও আল্লাহ নির্বাক করে রেখেছেন যেন হাজার জবরদস্তি করার পরেও তাদেরকে বাধ্য করতে সক্ষম না হয়; তাদের কাছ থেকে কোন জবাব নিতে না পারে।

এক. আমলনামাঃ মানে জন্ম থেকেই প্রত্যেক মানুষের গর্দানের সাথে ঝুলিয়ে রাখা আছে এক অদৃশ্য আমলনামা বা জীবন বই। যেখানে লেখা হচ্ছে জীবনের সকল নেক আমল ও বদ আমল। এটি হল রেকর্ড বই বা রিপোর্ট বই। বান্দার জীবনের ছোট বড় এমন কোন জিনিস বাদ নেই যা এই রিপোর্ট বইয়ে লিপিবদ্ধ না করা হয়। এটি দুনিয়ার জীবনে কেউ দেখে না। দেখবে না। দেখার সুযোগ নেই। তবে মওতের পর হাশরের ময়দানে আল্লাহর হুকুমে এটি গর্দান থেকে বেরিয়ে আসবে। জীবনের অডিও ভিডিওসহ সব কিছু লিখিত রেকর্ড হিসাবে উপস্থাপিত হবে। আমলনামা বাতাসে উড়তে থাকবে। প্রত্যেকের নাম ধাম লেখা থাকবে। মুমিন বান্দাকে তার ডানহাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আর যারা মুমিন নয় তাদেরকে দেওয়া হবে বামহাতে। বান্দা এই আমলনামা হাতে নিয়ে আল্লাহ পাকের আদালতে চুড়ান্ত হেয়ারিংয়ের জন্য হাজির হবে। এর ভিত্তিতেই আল্লাহ পাক বান্দার জন্য জান্নাত কিংবা জাহান্নামের রায় দিবেন।

দুই. দুনিয়ার জীবনে বান্দার উপরোক্ত আমলনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য বান্দার দুই কাঁধের উপর স্থাপিত আছে দুই দল সম্মানিত ফেরেশতা। এদেরকে বলা হয় কিরামান কাতিবীন। এদের দায়িত্ব হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বান্দা নেক কিংবা বদ যে আমলই করবে তা সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা। তারা বান্দার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কিছু পর্যবেক্ষণ করে। সকল কিছু যথাযথ লিপিবদ্ধ করে নেয়। কাউকে ভয় করে না, কাউকে পরোয়াও করে না। তবে তাঁরা নিজেরা থাকেন সম্পূর্ণ অদৃশ্য। ফলে গুনাহ করে ফেলার পর তাদের উপর যে কোন ধরণের জবরদস্তি করা যায় এমন সুযোগ আর থাকে না।

তিন. গুনাহের স্থান তথা মাটিঃ বান্দা দুনিয়ার জীবনে যেখানে অবস্থান পূর্বক গুনাহটি করেছিল সেই স্থান, সেই মাটি ও সেই সময়টিও যথারীতি সাক্ষী হয়ে যায়। এরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আদালতে সাক্ষী দিবে। এদেরকে সেদিন কথা বলার উপযুক্ত যবান দেওয়া হবে। আর এরা অকপটে বান্দার ন্যায় অন্যায় সকল কিছুর নিখুত সাক্ষ্য পেশ করে যাবে।

চার. বান্দার নিজ অঙ্গ প্রতঙ্গঃ বান্দা দুনিয়ার জীবনে নিজের যেই অঙ্গ দ্বারা গুনাহটি করেছিল সেই অঙ্গ সেদিন তার বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সাক্ষ্য দিবে। সেদিন অঙ্গ প্রতঙ্গকেও যবান দেওয়া হবে। এই অঙ্গ প্রতঙ্গকে বান্দা কোথায় কিভাবে ব্যবহার করেছিল সব কিছু তারা আল্লাহর সমীপে পেশ করবে। ফলত হাশরের ময়দানে চুড়ান্ত বিচার হেয়ারিং ও ফয়সালার মুহুর্তে বান্দাকে ওজর আপত্তি দেখানোর আর কোন উপায় থাকবে না।

=====

মানুষ গুনাহের সুযোগ নেয় ৪ কারণেঃ

কোন অপরাধ কর্ম মানুষ সাধারণত কারো সামনে বা কারো জ্ঞাতসারে করে না বা করতে রাজি হয় না। এমনকি কোন শিশু বা পাগলের সামনেও নয়। অন্য কারোর উপস্থিতি বা অবগতি বস্তুত বদ আমলের জন্য মানব মনে স্থাপিত একটা বড় ধরনের কুদরতী বাধা বটে। শয়তান নানা প্রবঞ্চনার মাধ্যমে মানুষের মন থেকে সেই বাধাটি সরিয়ে দেওয়ার খুব চেষ্টা করে থাকে। মানুষ সেই প্রবঞ্চনায় পতিত হলেই কিনা অপরাধ কর্মটি সাধিত হয়। শয়তানের উক্ত প্রবঞ্চনাগুলি হল যেমন;

১. **কেউ আমাকে দেখে নাঃ** কখনো রাতের অন্ধকারে গুনাহটি সম্পাদনের সময় শয়তান মানুষকে প্রবঞ্চিত করে বলে কেউ তোমাকে দেখে না। ফলে বান্দা মনে করে আমার গুনাহ করতে কি সমস্যা? কেউ আমাকে দেখে আছে এমন তো নয়। আমি লোক চক্ষুর আড়ালে এমন নিরাপদ ভাবে গুনাহ করছি যে, কেউ আমাকে দেখার মত সুযোগই নেই।

এ কথা বলে কত বড় ধোকার মধ্যে শয়তান মানুষকে ফেলে দেয়। আল্লাহ পাক বলেন, ওরে বান্দা! শোন কেউ দেখে না ঠিক, তবে মনে রেখো আমি কিন্তু সব দেখি। আমার নাম সামী, বাছীর, আলীম ও খাবীর। আমি সব দেখি, সব কিছু দেখে রাখছি। কোন কিছুই আমার দেখার বাইরে নেই। আমি সর্বত্র হাজির ও নাজির। সময় মত আমি তোমাকে ধরবো, তোমাকে পাকড়াও করবো। তখন আর ছুটতে পারবে না। = কাজেই ঐ শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে ধোকা খেয়ো না। নিজে নিজের ক্ষতি সাধন করো না।

২. **কেউ আমাকে জানে নাঃ** শয়তানের প্রবঞ্চনা পেয়ে বান্দা মনে করে যে, ছাদের উপরে উঠে একা একা মোবাইল ফোনে কথা বলছি। জঙ্গলের অতি গহীনে একা একা কাজ করছি। কেউ তো আমাকে জানার সুযোগই নেই। কোন রেকর্ড কোন কাগজপত্র জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভষ্ম করে দিয়েছি। কেউ তা জানবে সেই পথই রুদ্ধ। কাজেই এমন সুযোগে গুনাহ করতে সমস্যা কি?

আল্লাহ পাক বলেন, না না। সাবধান! দুনিয়ার কেউ হয়তো তোমাকে জানে না। তবে আমি তোমাকে জানি। আমি তোমার সবকিছু দেখে রাখছি। তুমি নিজেকে দুনিয়ার সকল কিছু থেকে আড়াল করলেও আমার থেকে আড়াল করার কোন সুযোগ তোমার নেই। আমি আলীম, আমি বাছীর, আমি

খাবীর, আমি হাজির ও নাজির। আসমান ও যমিনের এমন কোন সুক্ষ্ম জিনিস নেই যা আমার জানার বাইরে থাকতে পারে। কাজেই বান্দা শয়তানের ঐ প্রবঞ্চনায় পড়ো না। গুনাহ করে নিজে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে না।

৩. আমার আশে পাশে সাক্ষী হয়ে যাওয়ার মত কেউ নেইঃ শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে মানুষ মনে করে, পাপ কাজটির উপর সাক্ষী হয়ে যাওয়ার মত আমার আশে পাশে কেউ উপস্থিত নেই। আমার বিশাল সুযোগ। এই সুযোগে আমি পাপটি করতে কি সমস্যা?

আল্লাহ পাক বলেন, সাবধান! সাবধান! কেউ না থাকলেও আমি আছি। বরং আমি তোমার একেবারে কাছে থাকি। তোমার গর্দানের মোটা রগ থেকেও বেশী কাছে আছি। তোমার কৃত কর্মের উপর সাক্ষী হয়ে আছি। কাজেই বান্দা শয়তানের ঐ প্রবঞ্চনায় পড়ো না। গুনাহ করে নিজে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে না।

৪. কেউ আমার কোন কিচ্ছু করতে পারবে নাঃ শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়ে মানুষ কখনো কখনো মনে করে, আমি মহারাজ; আমি সর্বেসর্বা। আমি আমার মনের স্বাধ মিটাবো। গুনাহ করবো। কে আছে আমাকে বাধা দিবে? কে আছে আমার সামনে দাঁড়াতে পারে? কার আছে হিম্মৎ আমাকে কিছু বলার।

আল্লাহ পাক বলেন, সাবধান! সাবধান! কেউ না থাকলেও আমি আছি। তোমাকে বাধা দেওয়ার মত আমি আছি। তোমাকে সকল দিক থেকে ঠেকানোর জন্য, তোমার সকল দুয়ার রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য আমি আছি। তুমি সকলকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো তবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারো

না। আমি সর্বশক্তিমান। আমি জাব্বার। আমি কাহহার। কাজেই বান্দা শয়তানের ঐ প্রবঞ্চনায় পড়ো না। গুনাহ করে নিজে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে না।

=====

কাজেই দোস্ত আহবাব! গুনাহ ছেড়ে দিন নেক আমল গ্রহণ করুনঃ

১. গুনাহের মধ্যে আছে অন্ধকার আর নেক আমলের মধ্যে আছে নূর। গুনাহ আপনাকে পদে পদে অস্থিরতা ও জটিলতার মধ্যে ফলে। আর নেক আমল আপনাকে পদে পদে শান্তি ও আরামের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

২. গুনাহের মধ্যে আছে শারিরীক মানসিক নানা রকমের অসুস্থতা ও বিমার আর নেকআমলের মধ্যে আছে শিফা।

৩. গুনাহের মধ্যে আছে নাপাকী আর নেকআমলের মধ্যে আছে পবিত্রতা। তাই গুনাহ যে অঙ্গের সঙ্গে লাগে সেই অঙ্গকে নাপাক বানিয়ে দেয়। মুখের সঙ্গে লাগলো তো মুখ নাপাক। চোখের সঙ্গে লাগলো তো চোখ নাপাক। কানের সঙ্গে লাগলো তো কান নাপাক। বুঝা গেল মুল গুনাটাই নাপাক।

৪. গুনাহের মধ্যে আছে দুর্গন্ধ আর নেক আমলের মধ্যে আছে সুগন্ধি। নাপাক জিনিসের মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে। পেশাব পায়খানা যেমন নাপাক ও দুর্গন্ধ তেমনি গুনাহ হল নাপাক ও দুর্গন্ধ। পক্ষান্তরে নেক আমলের মধ্যে আছে সুগন্ধি। তবে কেউ টের পায় আর কেউ টের পায় না। টের পেতে হলে তাকওয়া প্রয়োজন।

ক. মিথ্যা কথার একটা কঠিন দুর্গন্ধ আছে। কোন মানুষ মিথ্যাটি বলার সাথে সাথে এই দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত ফেরেশতারা এই দুর্গন্ধের কারণে ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকেন।

খ. যারা আল্লাহ ওয়ালা যাদের দিল সাফ তাঁরা কখনো কখনো এই গন্ধ অনুভব করেন। একবার সায়্যিদুনা হযরত উসমান রা. এরূপ গন্ধ অনুভব করে জনৈক যুবককে তিরস্কার করে বলে ছিলেন লোকেরা আমার মজলিসে চলে আসে অথচ তাদের মুখ যিনার গন্ধ ছড়ায়।

গ. মৃত্যুপথের যাত্রী মানুষের শিয়রে যখন মওতের ফেরেশতা উপস্থিত হয় তখন তারা সেই ব্যক্তির শরীর ও অঙ্গ প্রতঙ্গ নাক দিয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে চেক করে। তাদের হাতে দুটি ঝুড়ি থাকে। ভাল কোন জিনিস পেয়ে থাকলে সেটি একটিতে আর মন্দ কিছু পেলে সেটি অন্যটিতে রাখে।

ঘ. বদ আমল ও গুনাহের দুর্গন্ধ বান্দার দেহ ও রূহের সাথে মওতের পরও বিদ্যমান থাকে। এই দুর্গন্ধ তার সাথে কবরে হাশরে এমনকি জাহান্নামেও থাকবে। হাদীসে আছে, যানিয়ার লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধ গোটা জাহান্নামকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। জাহান্নামীরা পর্যন্ত তাকে বাড়তি কষ্টের কারণে বকাঝকা করতে থাকবে।

ঙ. নেক বান্দাদের সুগন্ধি হায়াতের মধ্যে পাওয়া যায়। এমনকি মওতের পর কবরেও এই সুগন্ধি বিদ্যমান থাকে। আমাদের বুযর্গানে দীনের মধ্যে হযরত ইমাম বুখারী, হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী প্রমূখ সহ অনেকের কবর থেকে ব্যাপক সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ার বহু ইতিহাস আছে।

=====

ক. প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর শরীর মোবারক থেকে সর্বদা সুগন্ধি বের হতো। হযরতের গায়ের ঘাম ছিল ভীষণ সুগন্ধি যুক্ত । সাহাবীরা আতরের ডিব্বায় এই ঘাম সংরক্ষন করতেন। মদীনার এক মেয়ের বিবাহে সুগন্ধির ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত ঘাম দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছিল। জনৈক সাহাবী সেই ঘাম সংগ্রহ করে গৃহে রাখতেন। শেষ পর্যন্ত সেই বাড়ীর নামই হয়ে গেল খুশবুর বাড়ী।

খ. ইমাম হযরত আসিম কুরআনে পাক খুব বেশী পড়তেন। একবার সপ্নে নবী আ. তাকে চুমু দিয়ে ছিলেন। ফলে দেখা গেল মওত পর্যন্ত তার শরীর থেকে খুশবু বের হচ্ছে।

৫. গুনাহের মধ্যে আছে পচনশীলতা আর নেকআমলের মধ্যে আছে পচন থেকে সুরক্ষা। সে কারনেই নবী রাসুল কিংবা শহীদ কিংবা অলীদের লাশ পঁচে না। বহু বছর পরেও তাদের লাশ অক্ষত পাওয়া যায়। তাও নেক আমল যতটুকু পচন থেকে সুরক্ষাও ততটুকু।

গুনাহ আরো কি কি ক্ষতি সাধন করেঃ

অপরাধ কর্ম বা গুনাহ তা ছোট হোক কিংবা বড়, প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে রাখা আছে। দুনিয়ায় হোক কিংবা আখিরাতে। অপরাধীকে সেই শাস্তি পেতেই হবে। তাকে দণ্ড ভুগতেই হবে। কোন ছাড় নেই। তবে কেউ যদি খালেস মনে তওবা করে সেটি আল্লাহর কাছ থেকে পরিস্কার করে নেয় সেটি ভিন্ন কথা।

গুনাহের কারনে স্মরণ শক্তি প্রচণ্ডভাবে আহত হয়। কোন কিছু মনে থাকবে না। ইমাম শাফিয়ীকে তাঁর শিক্ষক

হযরত ওয়াকী এ জন্য নসীহত করে বলেন, বান্দা গুনাহ থেকে যত দূরে থাকে তার মেধাশক্তি তত প্রখর হতে থাকে।

গুনাহের কারনে আকল ও বিবেক আহত হয়। ভাল জিনিসকে ভাল বলে মনে হবে না। আবার খারাপকে খারাপ বলে মনে হবে না। বিবেকের ভয়ানক বিকৃতি ঘটবে।

গুনাহের কারনে রূহ আহত হয়। মানুষের তারাক্কী লাভের অবলম্বন হলো তার রূহ। উড়তে হলে পাখা থাকতে হয়। গুনাহের কারনে রূহের উর্ধ জগতের দিকে আরোহন বন্ধ হয়ে যায়। আমল যত ভাল থাকে রূহ তত উপরে উড়তে শক্তি পায়। গুনাহ থাকলে উপরে উঠতে পারে না।

গুনাহের কারনে শরীর ও মন আহত হয়। হামেশা অসুস্থতা ও পেরেশানী লেগেই থাকে। তাছাড়া সে সুস্থ হয়েও অসুস্থ। ধনী হয়েও গরীব। তৃপ্তি হয় না।

গুনাহের কারনে আবরু ইজ্জত আহত হয়। কেউ জানলে তো কথাই নেই। না জানলেও মন সব সময় চোর চোর হয়ে থাকে।

গুনাহের কারনে রিযিক আহত হয়। হালাল ও সম্মানের রিযক কমে যায়। সর্বদা অভাব অনটন লেগেই থাকে।

গুনাহের কারনে পরিবার পরিজন আহত হয়। অন্যের উপর যে গুনাহ ঘটানো হলো তার পায়শ্চিত্ত নিজের পরিবার পরিজনের উপর এসে পড়বে। স্বর্ণকার লোকটি দোকানে জনৈক নারীর হাতের উপর খারাপ নিয়্যতে স্পষ্শ করে ছিল। বাড়ী এসে জানতে পারলো তারই বহু দিনের জনৈক কর্মচারী তার স্ত্রীকে গলৎ নিয়্যতে ঝাপটিয়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।

তখন সে মনে মনে বুঝে নিল এটা কুদরত তার উপর প্রতিশোধ নেয়।

গুনাহের কারনে পরিবেশ ও স্বজনরা আহত হয়। অধীনস্ত লোকেরা আর তোমার কথা কথা শুনবে না। তোমার পরিবেশ থাকবে তোমার প্রতিকূল। তুমি নাফরমানী করছো তো তোমারও নাফরমানী করা হবে।

গুনাহের কারনে ইলম অনুসারে আমল থেকে মাহরূম করা হয়। দেখা যাবে বান্দা কুরআন সুন্নাহের অনেক কিছু জানে। কিন্তু জীবনে কোন ফলন নেই। কারণ হল গুনাহ।

গুনাহের কারনে বান্দার ওয়াজ বয়ানকে নিষ্ফল করে দেওয়া হয়। তার কথা বা নসীহতের কোন প্রভাব ও আছর থাকে না। সব হয়ে যান নিষ্প্রাণ। বান্দাদের কোন উপকার হয় না।

গুনাহের কারনে বান্দাকে শেষ রাতের তাহাজ্জুদ ও রোনাজারীর স্বাধ থেকে মাহরূম করা হয়। বনী ইসরাঈলে জনৈক বড় আলিম ছিলেন। জ্ঞান ও হিকমতে তার কোন জুড়ি ছিল না। কিন্তু তার দ্বারা মানুষের কোন উপকার হতো না। জনৈক বুযর্গকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর কাছে এলহাম আসলো; তাকে বলে দাও, গুনাহ ছেড়ে দিতে।

গুনাহের কারনে বান্দাকে তাকবীরে উলার পাবন্দী থেকে মাহরূম করা হয়। রোযানা পাঞ্জেগানা নামাযে পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতে তাকবীরে উলার সাথে নামায মানে হল বেহেশতের সার্টিফিকেট লাভ করা। কাউকে তাকবীরে উলার তওফীক দেওয়া হর মানে তার হাতে জান্নাতের সার্টিফিকের তুলে দেওয়া হল। গুনাহের কারণে বান্দাকে এই সার্টিফিকেট থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়।

গুনাহের কারনে উলূম ও মাআরিফ থেকে মাহরূম করা হয়। মারিফাত তথা রূহানিয়্যাতের উচ্চ জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও তাকাররুব লাভ করা যায় না। বান্দার জীবনে সগীরা বা কবীরা যে কোন ধরণের গুনাহ থাকলে তাকে আর সেই তাকাররুব দান করা হয় না।

====

শেষকথাঃ

এজন্য দোস্ত আহবাব সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ হল, চলুন আমরা হিম্মৎ করি; আমরা তওবা করে লই। আমরা মন থেকে সংকল্প করি আর নাফরমানী করবো না। অন্যায় অপরাধ কাজে নিজকে যুক্ত করে আর নিজে নিজের উপর জুলুম করবো না। আমাদেরকে কবরে যেতে হবে। আল্লাহ পাকের কাছে জবাবদেহী করতে হবে। মওত থেকে আমরা কেউ নিজেকে রক্ষা করতে পারি না। আল্লাহ পাককে আর নারাজ করবো না।

হিম্মৎ করে বলি, = আমরা সংকল্প করলাম, দৃঢ় সংকল্প করলাম; আমরা গুনাহমুক্ত জীবন বানাবো। আমরা গুনাহমুক্ত জীবন নিয়ে চলবো। উল্লেখ্য যে, গুনাহ মুক্ত ভাবে ২৪ ঘন্টা সময় অতিবাহিত করার মূল্য হল ২৪ ঘন্টা সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে থাকা। মানে কেউ যদি মিনিমান চব্বিশ ঘন্টা সময় নিজেকে গুনাহমুক্ত ভাবে রাখে আল্লাহ পাক তার রূহকে সেই মর্যাদা দান করেন যা কিনা এই চব্বিশ ঘন্টা সময় রাসূলে পাক সা. এর সঙ্গে অতিবাহিত করলে অর্জিত হতো।

আয় আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দিন। আমাদের তওবা কবূল করে আমাদেরকে গুনাহমুক্ত জীবন দান ফরমান।

আমদেরকে শরীঅত ও সুন্নাতের পাক্কা পাবন্দ হিসাবে গড়ে উঠার তওফীক দিন। ঈমান ও আমল নিয়ে কবরে যেতে পারি দয়া করে কবুল করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

ড. মুশতাক আহমদ
খতীব ও শায়খুল হাদীস
জামিয়া ইসলামিয়্যা
তেজগাঁও রেলস্টেশন রোড, ঢাকা
তারিখ ২৬/১০/২০২৩